কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৯তম বর্ষ ❑ ১২তম সংখ্যা ❑ চৈত্র-১৪৩২, মার্চ-এপ্রিল, ২০২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

কুমিল্লায় ১৪৫৮ কৃষকের মাঝে কৃষক কার্ড বিতরণ ... ২

কৃষকদের সব সুবিধা হাতের মুঠোয় সহজ করে দিলাম ... ৩

স্মার্ট কৃষক কার্ড পেয়ে আনন্দিত বগুড়ার কৃষকরা ৪

সুনামগঞ্জের ছাতকে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ ৫

টাঙ্গাইলে কৃষক কার্ড উদ্বোধন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

কৃষক কার্ড বিতরণ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। টাঙ্গাইলের শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২টার দিকে এই কার্যক্রম উদ্বোধনের সময় তিনি স্থানীয় ১৫ জন কিষাণ-কিষাণির হাতে কৃষক কার্ড ও গাছের চারা তুলে দেন।

প্রথম ধাপে সারা দেশের ১০টি জেলার ১১টি উপজেলায় প্রায় ২১ হাজার ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মধ্যে এই কার্ড বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ, বিশেষ অতিথি রয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন (টুকু)। শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে কৃষক কার্ড বিতরণ উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী শহরের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে কৃষি মেলার উদ্বোধন করেন।

কৃষি কার্ডের মাধ্যমে কৃষক, মৎস্যচাষি ও দুগ্ধ খামারিরা নগদ প্রণোদনা, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ, সেচসুবিধা, সহজ শর্তে ঋণ, কৃষিবীমাসহ মোট ১০ ধরনের বিশেষ সুবিধা পাবেন।

-ইমরান খান, কৃতসা, ঢাকা

উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্থানীয় ১৫ জন কিষাণ-কিষাণির হাতে কৃষক কার্ড ও গাছের চারা তুলে দেন

কৃষিই হবে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষিকে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি করতে এবং কৃষি খাতকে ঢেলে সাজাতে সরকারের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কৃষিই হবে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। মাননীয় মন্ত্রী গত ২৪ মার্চ ২০২৬, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে ঈদ পরবর্তী কর্মদিবসে শুভেচ্ছা বিনিময় উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কৃষিমন্ত্রীর সাথে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত (Alexander Grigoryevich KHOZIN) সাক্ষাৎ করেন (বুধবার, ২৫ মার্চ ২০২৬)। -পিআইডি

কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদের সাথে সচিবালয়স্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার গ্রিগরিয়েভিচ খোজিন (Alexander Grigoryevich KHOZIN) গত ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে কৃষি খাত, খাদ্য নিরাপত্তা, আমদানি রপ্তানি এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের পরিচালক, কৃষিবিদ জনাব হাবিবউল্লাহ

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা ১১ এপ্রিল রোজ শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায় ময়মনসিংহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আঞ্চলিক কর্মশালাটি আয়োজন করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ তৌফিক আহমদ খান এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের পরিচালক, কৃষিবিদ জনাব হাবিবউল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটা, গাজীপুর এর মহাপরিচালক কৃষিবিদ জনাব সাইফুল আজম খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। প্রকল্পের কীনোট উপস্থাপন করেন মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোছা. আখতার জাহান কাঁকন। প্রধান অতিথি বলেন যে, মাশরুম একটি পুষ্টিকর সবজি, এর জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় মাশরুম উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফলে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে, এতে করে অনেকের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। মাশরুম চাষের একটি বিশেষ সুবিধা হচ্ছে জায়গা ও মূলধন কম লাগে। ছোট্ট ঘরে কাঠ বা লোহার তৈরি তাকে বিশেষ পদ্ধতিতে মাশরুম চাষ করা যায়। মাশরুম চাষ সম্প্রসারিত হলে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সহায়ক হবে। তিনি মাশরুমকে জনপ্রিয় করার জন্য কৃষি বিভাগের যে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মাশরুমের তৈরি বিভিন্ন খাবার আইটেম হিসেবে রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। মাশরুম একটি সুপার ফুড তাই এটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের কৃষি বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সব কর্মকর্তা, মাশরুম উদ্যাক্তা, সুপার ফুডের মালিক, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও নার্সভূক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার ও গণমাধ্যম কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

-সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষি পণ্য বেচাকেনায়
সরকারি অ্যাপ
'সদাই' ডাউনলোড করা যাবে
গুগল প্লে স্টোর থেকে

কুমিল্লায় ১৪৫৮ কৃষকের মাঝে কৃষক কার্ড বিতরণ করলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ কৃষকদের হাতে কৃষক কার্ড ও গাছের চারা তুলে দেন

মাননীয় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, দেশের কৃষিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কাজ করছে সরকার। মাননীয় মন্ত্রী ১৭ এপ্রিল ২০২৬ কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার বিবির বাজার হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে কৃষক কার্ড বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মুঃ রেজা হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আমাদের ৭০ শতাংশ জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের কৃষি শক্তিশালী হলে অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। তিনি বলেন, বিএনপির চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্বাচনের আগে দেশ পুনরুদ্ধারে যে ৩১ দফা রূপরেখা দিয়েছিলেন সেখানে কৃষি খাতের উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকের জন্য স্বতন্ত্র কৃষক কার্ড প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। সরকার

উপস্থিত ছিলেন হাজী জসিম উদ্দিন এমপি, আতিকুল আলম শাওন এমপি, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু, জেলা পরিষদের প্রশাসক মোস্তাক মিয়া, কৃষি সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

গঠনের পরপরই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কৃষক কার্ড চালুর প্রাক-পাইলটিং শুরু হয়। আজ কুমিল্লার অরণ্যপুর ব্লকে কৃষক কার্ড বিতরণের মাধ্যমে দেশের ১০টি জেলার ১১টি উপজেলার ১১টি কৃষি ব্লকের ২২০৬৫ জন কৃষককে কৃষক কার্ড বিতরণ

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

খাদ্য নিরাপত্তায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আয়োজনে ০৯ এপ্রিল-২০২৬ ইং, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের প্রশিক্ষণ হলে "খাদ্য নিরাপত্তায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী চট্টগ্রাম অঞ্চলের অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম। তিনি স্বাগত বক্তব্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের প্রথমে কীনোট উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ নুসরাত হোসেন, বীজ বিশ্লেষক, বীজ প্রত্যয়ন

বক্তব্য প্রদান করছেন কৃষিবিদ ড. মোঃ জাকির হোসেন, পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর, গাজীপুর

আয়োজনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন-কৃষিবিদ মোহাম্মদ দিদারুল আলম, আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, চট্টগ্রাম। তিনি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ভূমিকা, কার্যক্রম, বীজের আইন, খাদ্য

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

পুষ্টি কর্নার : সজিনা

সজিনা এক ধরনের সবজি-যার মধ্যে ভেষজ গুণ যেমন আছে, তেমনি পুষ্টিগুণও আছে ষোলোআনা। এটি ডায়াবেটিক রোগীদের সুগারের মাত্রা কমিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সজিনাতে মিনারেল, ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের অপূর্ব এক সমন্বয় রয়েছে, যা মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। সজিনা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং ধমনিতে অনাবশ্যক রক্ত জমাটেও বাধা দেয়। জলবসন্ত রোগ প্রতিরোধে সজিনার আছে বিশেষ ক্ষমতা। ডায়রিয়ার বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতাও আছে এ সবজির। এর পরিপক্ব বীজ দিয়ে পানি শোধন করা যায়। আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-সুষম খাবারের সব উপাদানই আছে সজিনাতে।

প্রতি ১০০ গ্রাম সজিনাতে জলীয় অংশ ৮৩.৩ গ্রাম, খনিজ ১.৯ গ্রাম, আঁশ ৪.৮ গ্রাম, প্রোটিন ৩.২ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ১১.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২১ মিলিগ্রাম, লোহা ৫.৩ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৭৫০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৪৫ মিলিগ্রাম এবং খাদ্যশক্তি আছে ৬০ কিলোক্যালোরি।

সংকলন- ওয়েব সাইট

কৃষকদের সব সুবিধা হাতের মুঠোয় সহজ করে দিলাম টেকনাফে কৃষক কার্ড বিতরণে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কৃষকের হাতে "কৃষক কার্ড" তুলে দিচ্ছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সালাউদ্দিন আহমদ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি 'কৃষক কার্ড' বিতরণের অংশ হিসেবে কক্সবাজারের টেকনাফে কৃষক-কৃষাণীর হাতে কৃষক কার্ড বিতরণ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ। ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষক কার্ড বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর দুপুরে চট্টগ্রাম অঞ্চলের একমাত্র বিতরণ অনুষ্ঠান টেকনাফে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আজ থেকে কৃষক ভাইয়েরা একটি নিজের পরিচিতি পেলো এবং এই কৃষক কার্ডের মাধ্যমে একজন কৃষক সব কাজে সহজ ভাবে স্বচ্ছতার সাথে কৃষি কাজের সব সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ। কৃষকের মেরুদণ্ড শক্তিশালী হলে বাংলাদেশ শক্তিশালী হবে, দেশ এগিয়ে যাবে। এজন্য বাংলাদেশের কিংবদন্তি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বপ্নের স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে সারাদেশে খালখনন কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। কৃষকদের ১০ হাজার টাকার কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হয়েছে। পহেলা বৈশাখে নববর্ষের প্রথম দিনেই কৃষক-কৃষাণীর মাঝে কৃষক কার্ড প্রদান জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক মূহূর্ত। এরই মাধ্যমে একজন কৃষক ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ, স্বল্প ব্যয়ে সেচ সুবিধা, সহজ শর্তে কৃষি ঋণ, স্বল্প মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সুবিধা, সরকারী ভর্তুকি ও প্রণোদনা, মোবাইলে ফসলের চিকিৎসা সুবিধা, কৃষিবিষয়ক প্রশিক্ষণ, মোবাইলে আবহাওয়া ও বাজার তথ্য, কৃষি বীমার সুবিধা, কৃষি পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পাবে। কৃষক কার্ডের পাইলটিং প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় ১৬৯৮ জন কৃষক প্রত্যাশা ও স্বপ্নের কৃষি কার্ড হাতে পাবেন। তন্মধ্যে কৃষক ১৪৬৩ ও কৃষাণী ২৩৫ জন। টেকনাফে কৃষক কার্ড পাওয়া কৃষকের মাঝে ১৬৮৩ জন শস্যচাষি, ০২ জন মৎস্যচাষি, ১০ জন প্রাণিসম্পদ ও ৩ জন লবণচাষি। এ ছাড়া নির্বাচিত কৃষক, কৃষাণীদের মধ্য হতে ১৬৫২ জন ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক কৃষাণী কৃষি প্রণোদনা পাবেন।

কৃষক কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, কক্সবাজার জেলা প্রশাসক মোঃ আবদুল মান্নান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উখিয়া-টেকনাফ আসনের সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী এমপি, মহেশখালী-কুতুবদিয়া আসনের সাংসদ আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ এমপি, কক্সবাজার সদর-রামু আসনের সাংসদ লুৎফর রহমান কাজল এমপি, কক্সবাজার জেলা পরিষদের প্রশাসক এটিএম নুরুল বাশার চৌধুরী, কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি ঢাকার অতিরিক্ত পরিচালক ড. আমিরুল বাহারাইন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো: মাকসুদ ইসলাম, কক্সবাজারের উপরিচালক ড. বিমল কুমার প্রামানিক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

-মোঃ লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

নওগাঁর সাপাহারে কৃষি প্রণোদনার পাটবীজ ও সার বিতরণ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের খরিপ-১ মৌসুমে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে বিনামূল্যে পাটবীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়

নওগাঁর সাপাহার উপজেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের খরিপ-১ মৌসুমে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে পাটবীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়। গত ২ এপ্রিল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এতে উপজেলার ৫০ জন উপকারভোগী কৃষকের মাঝে পাট চাষের উপকরণ বিতরণ করা হয়। প্রতিজন কৃষককে ১ কেজি পাট বীজ, ৫ কেজি ডিএপি এবং ৫ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোমানা রিয়াজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোছা: শাপলা খাতুন, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ মনিরুজ্জামান এবং উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ আশরাফুল ইসলামসহ উপকারভোগী কৃষকরা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোমানা রিয়াজ বলেন, পাট আমাদের ঐতিহ্যবাহী অর্থকরী ফসল। কৃষকদের প্রণোদনার মাধ্যমে সহায়তা দিলে তারা আরও উৎসাহিত হয়ে পাট চাষে এগিয়ে আসবেন, যা দেশের অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোছাঃ শাপলা খাতুন বলেন, বর্তমান সময়ে উন্নত জাতের বীজ ও সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে পাটের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। পাটের চারা শাক হিসেবে বিক্রয় ও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করবে। পাশাপাশি কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত থাকলে অন্যান্য কৃষিপণ্যের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে

উপকারভোগী কৃষকরা বলেন, বিনামূল্যে বীজ ও সার পেয়ে তাদের চাষাবাদের খরচ অনেকটাই কমবে এবং তারা লাভবান হবেন বলে আশাবাদী। সরকারের এ ধরনের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

-মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

খামারি
সার সাশ্রয় এবং অধিক ফলন প্রাপ্তির আধুনিক প্রযুক্তি
"খামারি" মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করুন

স্মার্ট কৃষক কার্ড পেয়ে আনন্দিত বগুড়ার কৃষকরা

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন কৃষকদের মাঝে কৃষক কার্ড বিতরণ করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৪ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি: তথা ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ টাঙ্গাইল জেলায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত "কৃষক কার্ড" এর প্রি পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন ও কৃষকদের মাঝে কৃষককার্ড বিতরণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় উথলি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে একই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মোঃ আব্দুল বারী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়ার মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামানিক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, বগুড়ার জেলা প্রশাসক মোঃ তৌফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়ার উপপরিচালক কৃষিবিদ সোহেল মোঃ শামসুদ্দীন ফিরোজ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কথার চেয়ে কাজে বেশি বিশ্বাসী। তিনি যা বলেন, তা বাস্তবায়ন করেন। কৃষকদের হাতে কৃষক কার্ড তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে আরও একটি প্রতিশ্রুতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটল। বগুড়া ফসল উৎপাদনে উদ্বৃত্ত একটি জেলা। শুধুমাত্র শিবগঞ্জ উপজেলা ৭০০ মেট্রিকটন উদ্বৃত্ত খাদ্য সারাদেশে সরবরাহ করছে। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের এই কার্ড দেওয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের এক নতুন হালখাতা খুললেন। এই কার্ডের মাধ্যমে সরকারের দেওয়া প্রণোদনা, ভর্তুকি ও অন্যান্য সহায়তাসহ ১০টি

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

লোহাগড়ায় কৃষি মন্ত্রণলয়ের যুগ্মসচিবের ইপক প্রকল্পের মাঠ পরিদর্শন

এ সময় প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব শাহীন আখতার কৃষক পর্যায়ে সূর্যমুখী তেলের ব্যবহার ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর গুরুত্বারোপ করেন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব শাহীন আখতার বলেছেন, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে তেল আমদানির পরিমাণ কমাতে হবে। আমাদের ভোজ্য তেলের তালিকায় সূর্যমুখী তেলের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এ তেল অন্যান্য ভোজ্য তেলের তুলনায় অনেক স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টি গুণাগুণসম্পন্ন। কৃষক পর্যায়ে সূর্যমুখী তেলের ব্যবহার ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে উপস্থিত কৃষি কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান। যুগ্ম সচিব ০৪ এপ্রিল সকালে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার শিয়রবর গ্রামে কৃষি বিভাগের তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের কৃষক মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নড়াইলের উপপরিচালক মুহাম্মদ আরিফুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান অতিথি আরো বলেন, তেল আমাদের শরীরে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান হলেও সেটা পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। সূর্যমুখী তেলের উৎপাদন বাড়াতে তেল ফসলের নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি তিনি আহবান জানান। তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, শিয়রবর গ্রামের খাইরুল ইসলামের ৫০ শতক জমিতে হাইসান-৩৬ জাতের সূর্যমুখী প্রর্দশনী স্থাপন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প থেকে বীজ, সার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার মুনমুন সাহার সঞ্চলনায় প্রকল্প কার্যক্রম ও সফলতা বিষয় উপস্থাপন করেন, প্রকল্প পরিচালক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, উপপ্রকল্প পরিচালক মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব আসফিয়া সিয়াত। এসময়ে প্রকল্পের খুলনা অঞ্চলের মনিটরিং অফিসার মোঃ ফরিদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। প্যাটার্ন ভিত্তিক সূর্যমুখীর এ মাঠদিবসে ১৪০ জন কৃষক/কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

-মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

সুনামগঞ্জের ছাতকে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

ছাতকে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন

সুনামগঞ্জের ছাতকে ০৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

ছাতক উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহ আলমের সঞ্চালনায় এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ডিপ্লোমেসি চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য জনাব কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও কমিটির সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোহাম্মদ তৌফিক হোসেন খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য জনাব কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন বলেন, দেশের উন্নয়ন ও কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে সরকার কৃষকদের প্রণোদনা ও ভর্তুকি দিয়ে সহায়তা করছে। তিনি কৃষকদের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, কৃষি খাত সমৃদ্ধ করতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ডিপ্লোমেসি চাকমা বলেন, সরকার কৃষিকে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ব্যবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভব হবে। এতে কৃষকরা আত্মনিভরশীল হয়ে উঠবে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌফিক হোসেন খান জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের খরিপ মৌসুমে আউশ ধানের উফশী জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনার আওতায় বীজ বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার কৃষকরা উপকৃত হবেন। -ফাহমিদা আক্তার, কৃতসা, সিলেট

কৃষক কার্ড চালুর মাধ্যমে প্রকৃত কৃষককে চিহ্নিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফলে ফসলের অপচয় হ্রাস পাবে। সভায় কৃষক কার্ড, খাল খনন, বৃক্ষরোপণসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৮০ দিনের কর্মসুচি বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, কৃষক কার্ড বাস্তবায়নের প্রি-পাইলটিং কার্যক্রমের ডাটা সংগ্রহ ও ব্যাংক হিসাব খোলার কার্যক্রম ২৯ মার্চ পর্যন্ত চলবে। আগামী পহেলা বৈশাখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান 'কৃষক কার্ড' বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন।

ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

কুমিল্লায় ১৪৫৮ কৃষকের মাঝে কৃষক কার্ড

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

করা হলো। পর্যায়ক্রমে দেশের সব কৃষককে কৃষি কার্ড দেয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, কৃষক কার্ড চালুর মাধ্যমে দেশ থেকে মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য শেষ হবে। কৃষক প্রতিটি পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক বছরে ২৫০০ টাকার প্রণোদনা পাবেন, যা দিয়ে সার, বীজ, বালাইনাশক ও সব ধরনের কৃষি সেবা ক্রয় করতে পারবেন।

কৃষির আধুনিকায়নে সরকার কৃষকদের ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকিমূল্যে যে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে, কৃষক কার্ডের মাধ্যমে কৃষকগণ সে সুবিধাও পাবেন। কৃষি ক্ষৃণ কৃষি বীমার সুবিধাও এ কার্ডের মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলেও মাননীয়মন্ত্রী জানান।

-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

খাদ্য নিরাপত্তায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ভূমিকা

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তায় মানসম্মত বীজের প্রয়োজনীয়তা ও নিশ্চয়তা, জাত ছাড়করণ ও নিবন্ধন, ডিইউএস পরীক্ষা, নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ ও নিবন্ধন, মাঠ প্রত্যয়ন, বীজ পরীক্ষা, প্রত্যয়ন ট্যাগ বীজের শ্রেণী ও শ্রেণীভিত্তিক ট্যাগবিতরণ, মার্কেট মনিটরিং, বীজ বিক্রয় ও নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি, অপরাধ দণ্ড, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ আইন; মোবাইল কোর্ট সংক্রন্ত তথ্য ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সীমাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মোঃ জাকির হোসেন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর। তিনি বলেন-সুস্থ ও কার্যকর জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রতি সবসময় মানুষের Access কে খাদ্য নিরাপত্তা বলে।

এরপর মুক্ত আলোচনায় বীজ উৎপাদনকারী ও বীজ ডিলারদের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের যুক্তিসংগত জবাব দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-কৃষিবিদ ড. এস এম ফয়সল, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। অনুষ্ঠানে -রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলার উপরিচালকগণ; উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ; বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, জেলা ও উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাগণ; কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ সুলতানা রাজিয়া; বিএডিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ; প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী ও বীজ ডিলারগণ উপস্থিত ছিলেন।

-সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম অঞ্চল

সিলেটে কৃষকের হাট উদ্বোধন– বাণিজ্যমন্ত্রী

শেষ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, অনেক সময় উৎপাদক থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে কৃষিপণ্য চার থেকে পাঁচবার হাতবদল হয়, ফলে অযৌক্তিকভাবে দাম বেড়ে যায়। কৃষকের হাট এই মধ্যবর্তী স্তর কমিয়ে কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের জন্যই একটি 'উইন-উইন' পরিস্থিতি তৈরি করবে। কৃষক-ভোক্তার সরাসরি সংযোগে বাজারে স্বস্তি আসবে।

কৃষি খাতের উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং খাল পুনঃখননের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন মাননীয় মন্ত্রী। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে এবং ভবিষ্যতে দেশের বাজার আরও স্থিতিশীল হবে।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মোঃ সারওয়ার আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী; সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী; সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. শামসুজ্জামান ও সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনূর রুবাইয়াত প্রমুখ।

উল্লেখ্য প্রতিদিন সকালে নির্ধারিত স্থানে এই হাটের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ উদ্যোগ সফল হলে কৃষকরা তাদের উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং সাধারণ মানুষ তুলনামূলক কম দামে নিরাপদ ও তাজা পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পাবেন, যা বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

-মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

কৃষিবিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ নম্বরে
সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত
(শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

সাভারে মাশরুম চাষবিষয়ক দুই দিনব্যাপী সিনিয়র কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ আয়োজিত

সিনিয়র কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রেখেছেন মোঃ মসীহুর রহমান পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস

সাভারে মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আয়োজনে দুই দিনব্যাপী সিনিয়র কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে। ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে শুরু হওয়া উক্ত প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ ফেরদৌস আহম্মেদ, উপপরিচালক মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ড. মোছাঃ আখতার জাহান কাকন, প্রকল্প পরিচালক।

উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং বেকারত্ব দূরীকরণে মাশরুম একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মাশরুম একটি উচ্চপুষ্টি সম্পন্ন খাদ্য যাতে প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল, এন্টিঅক্সিডেন্ট ইত্যাদি বিদ্যমান। এটি ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। একই সাথে স্বল্পপুজি, স্বল্পজায়গা এবং স্বল্পসময়ে উৎপাদন যোগ্য হওয়ায় এটি নারী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য একটি লাভজনক উদ্যোগ হতে পারে।

তিনি কৃষি তথ্য সার্ভিস ও কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণে মনোনয়ন দেয়ার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন মাঠপর্যায়ে কৃষকদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি ও সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে তারা সহজেই কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন, একই সাথে সঠিক তথ্য সবার কাছে তুলে ধরতে পারবেন, যা মানসম্মত উৎপাদন নিশ্চিত সহায়ক হবে।

উক্ত প্রশিক্ষণে মাশরুমের পুষ্টিগুণ ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, উন্নত ও মানসম্মত উৎপাদন পদ্ধতি, ঘর প্রস্তুতি, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ, রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা, সংগ্রহ পরবর্তী সংরক্ষণ এবং বাজারজাত কৌশল হাতে কলমে স্পন তৈরির বিভিন্ন ধাপ সাবস্ট্রেট প্রস্তুতিসহ মাশরুম উৎপাদন প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়। প্রশিক্ষণে কৃষি তথ্য সার্ভিস ও কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ৩০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

-সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা অঞ্চল

সার সাশ্রয় এবং অধিক ফলন প্রাপ্তির আধুনিক প্রযুক্তি "খামারি" মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করুন

কৃষিই হবে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা, কৃষি মন্ত্রণালয় (মন্ত্রী পদমর্যাদা) নজরুল ইসলাম খান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব রফিকুল ই মোহামেদ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সরকার।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের যে কোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ কৃষির জন্য ভালো। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ করলে চাহিদার চেয়েও অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

তিনি বলেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতর মূল বুনিয়াদ কৃষি। সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকের মাঝে কৃষক কার্ড বিতরণ করা হবে। ইতোমধ্যে দেশে খাল খনন কর্মসূচি চালু হয়েছে। কৃষিকে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি করতে সরকার সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। কৃষি খাতকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়, আওতাধীন দপ্তর সংস্থার সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের জনগণের সুষম খাদ্যের চাহিদা পূরণ ও আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর দেশ রেখে যাওয়ার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে আমরা একটি সুন্দর দেশ রেখে যেতে পারব।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা, কৃষি মন্ত্রণালয় নজরুল ইসলাম খান বলেন, দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবাইকে দক্ষতার পাশাপাশি সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। সরকার দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ করবে।

বৃক্ষরোপণকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করে দেশকে সবুজায়ন করতে হবে। জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় বৃক্ষরোপণের এ আন্দোলন সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

কৃষিমন্ত্রীর সাথে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্যসহ উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। শুরুতে কৃষিমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানান এবং রাষ্ট্রদূত মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'রাশিয়া বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু। প্রায় ৫০ বছরেরও অধিক সময় ধরে দেশের কৃষি, প্রযুক্তিসহ নানা খাতে রাশিয়া সহযোগিতা করে আসছে। বাংলাদেশে নন ইউরিয়া সার বিশেষ করে এমওপি সারের একটি বড় অংশ রাশিয়া থেকে আমদানি করে।' ভবিষ্যতেও এ সরবরাহ যাতে স্বাভাবিক থাকে সে বিষয়ে মন্ত্রী রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মন্ত্রী বাংলাদেশ হতে আলু, আম, শসা ও প্রক্রিয়াজাত খাবার আমদানি বাড়াতে রাশিয়াকে আহবান জানান।

রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার খোজিন বাংলাদেশের কৃষি খাতে তার দেশ সহযোগিতা করতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া নিয়মিতভাবে আলুসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্য আমদানি করে থাকে বলে রাষ্ট্রদূত জানান।

রাষ্ট্রদূত সার ও বীজ সরবরাহের পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণেও তার দেশের আগ্রহের কথা বলেন। মন্ত্রী এ বিষয়ে রাশিয়ার সাথে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ সময় কৃষিসচিব জনাব রফিকুল ই মোহামেদ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাশিয়ান দূতাবাসের প্রথম সচিব আনাস্তাসিয়া নেমোভা, কাউন্সেলর (কৃষি এটাচে) ভ্লাদিমির মোকালভ উপস্থিত ছিলেন।

– ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

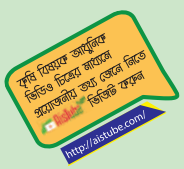

AisTube
'এআইএস টিউব'

ঝালকাঠি সদরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

ঝালকাঠি সদরে কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন জেলা নির্বাহী অফিসার সেগুফতা মেহনাজ

ঝালকাঠি সদর উপজেলার কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন করা হয়েছে ২০ এপ্রিল। এ উপলক্ষ্যে কৃষি অফিসের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেগুফতা মেহনাজ। এ সময় তিনি কৃষকদের উদ্দেশে বলেন, সরকারের এই ধরনের প্রণোদনা কার্যক্রম ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে। তাই সরকার হতে বিনামূল্যে প্রাপ্ত এই বীজ ও সারের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয়পর্যায়ে অবদান রাখার জন্য তিনি কৃষকদের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি কৃষকদের হাতে প্রণোদনা তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার আলী আহম্মদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিনিয়র মৎস্য অফিসার সাইয়্যেদা এবং অতিরিক্ত কৃষি অফিসার খাদিজা। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ মাহমুদুল আলম জোমাদ্দার, পিআইও মো. রফিকুল ইসলাম, উপজেলা পল্লি উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুন নাহার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসার বলেন, কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থবছরের খরিফ-১ মৌসুমের জন্য ওই উপজেলার ২ হাজার ৫৫০ জন কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি হারে উচ্চফলনশীল আউশ ধানের বীজ দেয়া হবে। এর পাশাপাশি তারা ডিএপি এবং এমওপি সার পাবেন ১০ কেজি করে। অনুষ্ঠানে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ ২ শতাধিক কৃষাণ-কিষাণী উপস্থিত ছিলেন।

-নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

স্মার্ট কৃষক কার্ড পেয়ে আনন্দিত বগুড়ার কৃষকরা

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

যাবে, যা দেশের কৃষক তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কৃষক কার্ড প্রাপ্ত কৃষক-কৃষাণীরা বলেন, কৃষি আমাদের আদি পেশা। জন্মের পর থেকেই আমরা কৃষি কাজ করে যাচ্ছি। রোদ, বৃষ্টি, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে কষ্ট করে ফসল ফলায়। আমরা আমাদের কষ্টের ন্যায্যমূল্য পাই না। বর্তমান সরকার কৃষক কার্ড প্রদানের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সম্মানিত করেছেন। আমরা খুবই আনন্দিত।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে শিবগঞ্জ উপজেলার উথলি ব্লকের মোট ৩ হাজার ১৪৭ জন কৃষকের মাঝে প্রি পাইলটিং পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষক কার্ড বিতরণ করা হয়।

-গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

কৃষি তথ্য বার্তা
৪৯তম বর্ষ ❑ বারোতম সংখ্যা
❑ চৈত্র-১৪৩২ বঙ্গাব্দ; মার্চ-এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

কৃষক কার্ড হবে কৃষকের মর্যাদার স্বীকৃতি– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন কৃষককে সমাজের সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে সরকার বদ্ধপরিকর। কৃষক কার্ড হবে কৃষকের মর্যাদার স্বীকৃতি।

মাননীয় মন্ত্রী গত ০১ এপ্রিল ২০২৬ সচিবালয়ের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'কৃষক কার্ড বিতরণ প্রি-পাইলটিং কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্বকালে এসব কথা বলেন।

সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব রফিকুল ই মোহামেদসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষকের অর্থনীতি শক্তিশালী হলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। দেশের ৭০ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষক কার্ডের মাধ্যমে সকল কৃষক একটি নিয়মের মধ্যে আসবেন যার মাধ্যমে কৃষিখাত সুশৃঙ্খল হবে। তিনি বলেন, এখন আমরা বিভিন্ন ফসল, খাদ্যশস্য, মৌসুমী শাকসবজি ও ফলমূল নষ্ট হতে দেখি, আমাদের চাহিদা ও উৎপাদনের কোন সামঞ্জস্য নেই। কৃষক কার্ডের মাধ্যমে এসব সমস্যা দূর হবে। সকল কৃষকের জমির পরিমাণ, মাটির স্বাস্থ্য অম্লতা, ফসলের চাহিদা ও উৎপাদনের ডাটাবেজ থাকবে। কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন। এ ছাড়াও

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদের সভাপতিত্বে কৃষক কার্ড বিতরণ প্রি পাইলটিংয়ের কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

দেশের ১১টি উপজেলার ১১টি ব্লকে কৃষক কার্ডের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মাঠ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা দেন। সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি বলেন, কৃষক কার্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি আলাদা গুরুত্ব থাকবে। কৃষক ও মেহেনতি মানুষের জন্য এ দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। সবাই মিলে অনুষ্ঠান সফল করার জন্য প্রতিমন্ত্রী আহ্বান জানান।

-ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

কৃষক কার্ড চালুর মাধ্যমে প্রকৃত কৃষককে চিহ্নিত করে সহায়তা দেবে সরকার– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট সংক্রান্ত এক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কৃষক কার্ড চালুর মাধ্যমে প্রকৃত কৃষককে চিহ্নিত করে সহায়তা দেবে সরকার। কৃষি ঋণ, সার, বীজ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানে কৃষক কার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মন্ত্রী ২৮ মার্চ (শনিবার) রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রাক্কলন সংক্রান্ত একসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কৃষি সচিব রফিকুল ই মোহামেদের সভাপতিত্বে সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষক কার্ড কৃষি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করবে। এ কার্ডের ব্যবহার করে কৃষক সরকারি বিভিন্ন কৃষি সহায়তা পাবেন। পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন ও একটি ডাটাবেজের আওতায় আসবে। এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সিলেটে কৃষকের হাট উদ্বোধন– বাণিজ্যমন্ত্রী

সিলেটে 'কৃষকের হাট' কার্যক্রমের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির

মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত এবং ভোক্তাদের জন্য সাশ্রয়ী দামে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে সিলেটে প্রথমবারের মতো সরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু হয়েছে 'কৃষকের হাট'।

১১ এপ্রিল, ২০২৬ শনিবার সকালে নগরীর টিলাগড় পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত এ উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। সিলেট জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে "সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে নিরাপদ ও তাজা পণ্য" স্লোগানে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকরা কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই তাদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের কাছে বিক্রির সুযোগ পাবেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাজার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য আনতে সরকার নানা ধরনের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ রূপালী সাহা (অদা.), সহ. সম্পাদক : কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd